274213 - ফজররে আযানরে সময় হওয়ার ব্যাপারে সন্দহে হওয়ায় আযানরে পরওে খাওয়া-দাওয়া করা

প্রশ্ন

মশিরে ফজররে নামাযরে সময় নর্িধারণ নয়িে মতভদে আছ। গতকাল আমার মা ফজররে আযান শুনার সময় তীব্র পপিাসা অনুভব করছলিনে। তনিি আমার ভাইকে জজ্ঞিসে করলনে। আমার ভাই মশিররে একজন বড় সালাফি শাইখরে তাকলদি করে বললনে য, পান করুন। সে শাইখ বলনে য, নামাযরে ওয়াক্ত নর্িধারণে ভুল আছ। তনিি এবং তাঁর ছাত্ররা আযানরে ১০ মনিটি পরওে খাওয়া-দাওয়া করতনে। আমার ভাই অনকেবার এটা করছেনে; কন্িতু তার সংখ্যা মনে নইে। এখন আমার মা ও ভাইকে কী করতে হব?

প্রয়ি উত্তর

আলহামদু লল্িলাহ।.

রোযার ক্ষত্রেে ফরয হল ফজর উদতি হওয়া থকেে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময় রোযাভঙ্গকারী যাবতীয় বষিয় থকেে বরিত থাকা। কারণ আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর তোমেরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসুতা (রাতরে কালো রখো) হতে ঊষার সাদা সুতা (সাদা রখো) স্পষ্টরূপে তোমোদরে নকিট প্রতভিাত না হয়।"[সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

সুতরাং ধর্তব্য হচ্ছ- ফজর উদতি হওয়া। অতএব, য ব্যক্তি ফজর উদতি হওয়ার ব্যাপারে নশ্চিতি হয়নি সে ব্যক্তি নশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত খতেে পার।

অনুরূপভাবে কউে যদি জানে য, মুয়াজ্জনি ওয়াক্ত হওয়ার আগইে আযান দয়ে কংিবা সন্দহে করে য, মুয়াজ্জনি কি ঠকি সময়ে আযান দয়িছে নাকি সময়রে আগ; সক্ষেত্রেওে সে ব্যক্তি নশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত খতেে পার। তব, উত্তম হচ্ছে সতর্কতাস্বরূপ আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার থকেে বরিত থাকা শুরু করা।

শাইখ বনি বায (রহঃ) কে একটি প্রশ্ন করা হয়, সে প্রশ্নটরি ভাষ্য হচ্ছ- য ব্যক্তি আযান শুনার পরও পানাহার করইে যাচ্ছে তার রোযার শরয়ি হুকুম কি?

জবাবে তনিি বলনে: ঈমানদাররে উপর ফরয হচ্ছ– তার কাছে ফজর উদতি হওয়া নশ্চিতি হলে পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বষিয়গুলো থকেে বরিত হওয়া; যদি রোযাটি রমযানরে ফরয রোযা হয়, মানতরে রোযা হয়, কাফ্ফারার রোযা হয়। যহেতেু আল্লাহ্ তাআলা বলনে: "আর তোমেরা পানাহার কর যতক্ষণ পর্যন্ত না কালোসুতা (রাতরে কালো রখো) হতে ঊষার

সাদা সুতা (সাদা রখো) স্পষ্টরূপে তোমাদরে নকিট প্রতভিাত না হয়।"[সূরা বাকারাহ ২ : ১৮৭]

যখন কউে আযান শুনতে পায় এবং সে জানে যে, ফজররে সময় হলইে আযান দয়ো হয় সক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থকেে বরিত হওয়া ফরয।

আর যদি মুয়াজ্জনি ফজর হওয়ার পূর্বইে আযান দয়ে সক্ষেত্রে তৎক্ষণাৎ পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী থকেে বরিত হওয়া ফরয নয়। বরং ফজর উদতি হওয়া নশ্চিতি হওয়া পর্যন্ত পানাহার করা তার জন্য জায়যে।

আর যদি মুয়াজ্জনিরে অবস্থা না জানে যে, সে কি ফজর হওয়ার আগে আযান দয়ে; নাকি ফজর হওয়ার পরে আযান দয়ে তাহলে উত্তম হচ্ছে ও সতর্কতা হচ্ছে- আযান শুনার সাথে সাথে পানাহার ও অন্যান্য রোযা ভঙ্গকারী বষিয় থকেে বরিত হওয়া। আর যদি আযান চলাকালওে সে কোন কছিু পানাহার করে তাতওে কোন অসুবধিা নইে। কারণ ফজর উদতি হওয়ার ব্যাপারে সে নশ্চিতি হয়নি।

এ কথা সুবদিতি যে, যে ব্যক্তি শহররে ভতেরে বসবাস করে যখোনে বদ্যৈুতকি বাতি রয়ছেে সখোনে নজি চোখে দখেে ফজর উদতি হওয়া অবহতি হওয়া সম্ভবপর নয়। কন্তিু, তার উচতি আমলরে ক্ষত্রেে সাবধানতা অবলম্বন করা; আযানরে মাধ্যমে ও ক্যালন্ডোররে মাধ্যমে; যে সব ক্যালন্ডোরে ঘণ্টা ও মনিটিরে মাধ্যমে ফজর উদতি হওয়ার সময় নর্িধারণ করা থাকে । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে এ বাণীর উপর আমল করে: “যাতে তোমার সন্দহে নইে সটো গ্রহণ করে যাতে তোমার সন্দহে আছে সটো বর্জন কর।” এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামরে বাণী: “যে ব্যক্তি সংশয়মূলক বষিয়গুলো থকেে বঁচেে থাকে সে ব্যক্তি তার দ্বীনদারি ও সম্ভ্রম রক্ষা করে।” আল্লাহ্ই উত্তম তাওফকিদাতা।[‘ফাতাওয়া রমাদান’ থকেে সংকলতি; সংকলক: আশরাফ আব্দুল মাকছুদ, পৃষ্ঠা-২০১]

এ আলোচনার আলোকে বলব: আপনার মা ও ভাই যদি তাদরে কাছে নর্িভরযোগ্য আলমেরে তাকলদি করে থাকনে, যনিি বলনে যে, সুবহে সাদকে এর আগইে আযান দয়ো হয় এবং এ অভমিতরে ভত্তিতিে তারা পানাহার করনে তাহলে তাদরে ইতপিূর্বে পালনকৃত রোযাতে কোন সমস্যা নইে। তার রোযা সহহি।

তবে, ভবষ্যিতে আযানরে সাথে সাথে বরিত থাকা বাঞ্ছনীয়। কনেনা ক্যালন্ডোরে ভুল আছে বললে অনকে কথা উঠবে। বশিষেত: ভুলরে পরমিাণ নর্িধারণরে ক্ষত্রেে। তাই রোযার ক্ষত্রেে সতর্কতা হচ্ছে- আযানরে সাথে পানাহার বর্জন করা। আর নামাযরে ক্ষত্রেে সতর্কতা হচ্ছে- বশি মনিটি বা তারও বশেি সময় পর নামায আদায় করা।

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞ।